মধ্যপ্রাচ্য : শান্তি কত দূর

এস এম তৌহিদ মুরসালিন

জটিল হয়ে উঠেছে মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি। ফিলিস্তিনি সংগঠন হামাস এবং ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মধ্য সৃষ্ট সহিংসতায় হুমকির মুখে পড়েছে ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক শান্তি আলোচনা, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের মধ্যপ্রাচ্য সফরের মধ্য দিয়ে গত সপ্তাহে নতুন করে যা শুরু হয়। কথিত 'শান্তিকামী' প্রেসিডেন্ট বুশ তার সাম্প্রতিক সফরে এসে বলেছেন, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের আত্মপ্রকাশ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বুশের বিশ্বাস তার প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে একটি স্থায়ী শান্তিচুক্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। বিশ্লেষকদের মতে, মেয়াদের শেষ দিকে এসে বুশ 'জটিল' মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার একটি 'সহজ' সমাধানের মাধ্যমে নিজেকে ইতিহাসের 'নায়ক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন। তবে বুশের এ সফর শেষ হতে না হতেই ১৫ জানুয়ারি ইসরায়েলি সেনাবাহিনী মানবতার বিরুদ্ধে আরেকটি অপরাধ করেছে। তাদের হামলায় নিহত হয়েছে প্রায় ১০০ নিরীহ বেসামরিক মানুষ, পঙ্গু হয়েছে আরও অনেকে। ইসরায়েলের মানবাধিকার সংস্থা বেতসেলেমের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে এ পর্যন্ত ইসরায়েলি নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে ৪৩৫০ জন।

বুশ নিজেকে যতই 'ইতিহাসের নায়ক' হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চান না কেন, তার জন্য বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজটি অত্যন্ত দুরূহ। কারণ নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে ইসরায়েল যেমন শঙ্কিত, তেমনি ফাতাহ-হামাস সংঘর্ষে ফিলিস্তিনিরাও দ্বিধাবিভক্ত। এ ছাড়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের হত্যাকাণ্ড এবং দুবছর আগে প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন কোমাজনিত সমস্যায় ক্ষমতার দৃশ্যপট থেকে বিদায় নিলে ইসরায়েলিরা দৃঢ়ভাবে একটি শান্তিচুক্তিতে জাতীয় ঐকমত্য সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। পরিণতিতে সংঘর্ষ-সংঘাত, রক্তপাত বেড়েই চলছে।

তবে শান্তিকামী ইসরায়েলিরা ফিলিস্তিনিদের সঙ্গে সহাবস্থানের পক্ষে। আমেরিকা ও জাতিসংঘ সাম্প্রতিক সময়ে এ বিষয়গুলোর ওপরই জোর দিয়েছে। কিন্তু ইসরায়েলি বসতি স্থাপন অব্যাহত থাকা এবং জঙ্গিবাদী সন্দেহে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি আগ্রাসন শান্তি প্রক্রিয়াকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

১৯৪৮ সালে ব্যাপক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন প্রত্যক্ষ মদদে জাতিসংঘের সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় ইহুদি রাষ্ট্র ইসরায়েল। স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে এর প্রতিষ্ঠা ফিলিস্তিনের জনগণের রক্তের বিনিময়ে। ফিলিস্তিনিদের হত্যা করতে ইসরায়েল যে অস্ত্র ব্যবহার করে আসছে তা জাতিসংঘের অস্ত্র রপ্তানি বিধি এবং বিদেশি সহযোগিতা বিধির সরাসরি বরখেলাপ। এসব বিধিতে বলা আছে, সামরিক অস্ত্র কেবল বৈধ আত্মরক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যবহৃত হতে পারে, না হলে নয়। কোনও জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দেওয়া কিংবা দীর্ঘমেয়াদি দখলদারিত্ব বজায় রাখতে এর ব্যবহার বেআইনি। এসব অস্ত্রের বেশির ভাগই এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে।

ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন-ইসরায়েল ত্রয়ী ষড়যন্ত্রে মৃত্যুবরণ করেছে কয়েক লাখ ফিলিস্তিনি, ঘর-বাড়ি ছেড়ে উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিতে হয়েছে লাখ লাখ ফিলিস্তিনিকে। আত্মরক্ষায় স্বাধীনতার লড়াইয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম করতে হয়েছে ফিলিস্তিনিদের। আশির দশকে ফিলিস্তিন 'ইনতিফাদা' ভিত কাঁপিয়ে দেয় ইসরায়েলের। যার ফলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাদ্রিদ সম্মেলন। অসলো চুক্তি এবং ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের সময়ে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তির মাধ্যমে শান্তির পথে যাত্রা শুরু করেছিল ফিলিস্তিন ও ইসরায়েল। এরপর পদে পদে তা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বিল ক্লিনটনের মেয়াদের শেষ দিকে 'ওয়ে রিভার' চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের মধ্যে। কিন্তু ইসরায়েলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এহুদ বারাক নির্বাচনে পরাজিত হলে নতুন প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ও পূর্বসূরি বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু শান্তি প্রক্রিয়াকে কার্যত অচল করে দেন। এ ধারা এখনও বিরাজ করছে। বুশের গত সপ্তাহের মধ্যপ্রাচ্য সফরে ইসরায়েল-ফিলিস্তিনের মধ্যে যে শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা শেষ হওয়ার আগেই গত কয়েক দিনের হামাস ও ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মধ্যকার সংঘর্ষে আবারও অনিশ্চয়তার মেঘ জমতে শুরু করেছে মধ্যপ্রাচ্যের আকাশে।

এ অনিশ্চয়তার মেঘ কাটিয়ে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের জন্ম হবে কি না, নাকি নতুন কোনও খেলা শুরু হবে এ অঞ্চলে তা এখন দেখার অপেক্ষা।